সমকাল

তারিখ ... 13 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

এমপিওভুক্তির দাবিতে ঢাকায় শিক্ষকদের অবস্থান ■ সমকাল

এমপিওবিহীন শিক্ষকদের দুঃখগাথা

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজশাহীর পবা উপজেলার কেএইচ টিকোর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবদুস সালাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে তিনি প্রথম চাকরি নেন একটি বেসরকারি সংস্থায় (এনজিও)। কিছুদিন পরই তা ছেড়ে নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমিটুকুও কলেজকে দান

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

এমপিওবিহীন শিক্ষকদের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

করে দেন। নিজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। রাজশাহীর দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা পবায় এ মহাবিদ্যালয়টি থাকায় শিক্ষার্থীরা সহজে লেখাপড়া করতে পারছেন। আশপাশে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনো কলেজ নেই। এ কলেজ থেকে রাজশাহী শহর ১৩ কিলোমিটারে দূরে। প্রতিষ্ঠানটি না থাকলে এ এলাকার শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী স্থানে গিয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হতো।

তবে বিদ্যার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার যে স্বপ্ন আবদুস সালাম দেখেছিলেন, তা এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে আসছে অভাব-অনটনের কারণে। শিক্ষার্থীরা নামমাত্র বেতন দেন। তা দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খরচটুকুও ওঠে না। শিক্ষকরা বেশিরভাগ মাসেই কোনো বেতন পান না। মাঝে মধ্যে নামমাত্র বেতন নেন। ২০০৪ সালে কেএইচ টিকোর মহাবিদ্যালয় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি পায়। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করে। এ পর্যন্ত কলেজটি এমপিওভুক্ত হতে পারেনি। অধ্যক্ষ আবদুস সালাম জানান, তার বয়স এখন ৪৫ বছর। অন্য চাকরিতে যাওয়ারও আর বয়স নেই। সন্তানসহ পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচজন। পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ক্রমশই হতাশায় মুষড়ে পড়ছেন তিনি। তার মতোই কলেজে আরও ২৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হওয়ার সব যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করে অপেক্ষা করছেন। আবদুস সালাম গত ২৬ অক্টোবর থেকে রাজধানীতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনে'র ব্যানারে তারা অনশন, মিছিল, সমাবেশ ও টানা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে কেউ তাদের খবর নেয়নি। রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বসেই কথা হয় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাতলাগাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনিসুজ্জামানের সঙ্গে। এই শিক্ষক জানান, ১২ বছর ধরে চাকরি করেও নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে এক টাকাও বেতন পাননি। বালিকা বিদ্যালয় হওয়ায় ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেওয়া হয় না। তিনি জানান, তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আর ছেলের বয়স দুই বছর। গত বছর একদিন ছেলের দুধ কেনার পয়সা পর্যন্ত ঘরে ছিল না। সেদিন অঝরে কেঁদেছেন। এ প্রতিবেদকের কাছে জানতে চান, তবে কি শিক্ষকতার মহান পেশায় এসে তিনি কোনো ভুল করেছেন?

মাগুরা সদরের এএন সম্মিলনী গার্লস হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা (কম্পিউটার শিক্ষা) বেলোয়ারা খানম সমকালকে বলেন, দুই সন্তান, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িসহ তার পরিবারের সদস্য ৬ জন। টানা ১১ বছর চাকরি করেও নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো বেতন পাননি। স্কুলে যাতায়াতে তার যে খরচ হয়, তা মেটাতে বাধ্য হয়ে তিনি টিউশনি করেন। তার প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয়ে গেলে তাদের এই দুর্দিন তার থাকত না। তিনি বলেন, ১৭ দিন ধরে ঢাকায় আন্দোলন করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কিলোমিটারের মধ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তারা অবস্থান করলেও কেউ তাদের দেখতে পর্যন্ত আসেনি।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা মডেল হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার শিক্ষা) আবদুল আজীমের পরিবারেও ৬ সদস্য। অকপটে জানালেন, টিউশনি করে জীবনধারণ করেন। প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন পান কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠানই ঠিকমতো চলে না। নামমাত্র বেতন পাই।' এ প্রতিষ্ঠানেরই সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসিনুল ইসলাম সরকার বলেন, তিনি ২০০০ সালের ১৭ই মার্চ শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৬ বছর চাকরি করেও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। বেতন-ভাতা নেই, খুবই মানবেতন জীবনযাপন করছেন। তিনি জানান, তারই মতো তার প্রতিষ্ঠানের আরও ৭ জন শিক্ষক ও একজন দপ্তরি কষ্টে দিন পার করছেন।

রাজশাহীর পবা উপজেলার কর্ণহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিতাব উদ্দিন জানান, তিনি ২০০০ সালে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো বেতন পান না। পবা উপজেলা দুর্গম ও অতীত দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তার প্রতিষ্ঠান কোনো টিউশন ফি নেয় না। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বিজয় সিংজুরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদ ১৫ বছর চাকরি করেও আজও বেতনহীন।

সিরাজগঞ্জের বাটবাটি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনে'র সভাপতি এশারত আলী সমকালকে বলেন, এমপিওভুক্তির দাবিতে বহুবার তারা আন্দোলনে নেমেছেন, তাদের বার বার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ঘরে ফিরে যাওয়ার পর আর সে ওয়াদা পূরণ করা হয়নি। এবার তাঁরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যাবেন না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আর্থিক সংকটের কারণেই মূলত নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না। অর্থের সংস্থান হওয়া মাত্রই এমপিও দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই শিক্ষকরা শিক্ষা-পরিবারেরই সদস্য। এ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি নিজেও তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও শাখার যোগাযোগ করে জানা গেছে, আর্থিক সংকটের কারণেই পাঁচ বছর ধরে নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ। এমপিওর দাবিতে এই শিক্ষকরা রাজধানীতে আন্দোলন করতে এসে ২০১৩ সালে পুলিশের লাঠিপেটা ও পিপার স্প্রের শিকার হন। গত বছরও তারা আন্দোলন করে সরকারি আশ্বাস পেয়ে চলে যান।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশে বর্তমানে ৩৩ হাজার বেসরকারি হাইস্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে ৫ লাখেরও বেশি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ২৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির মাধ্যমে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পান।

থালা হাতে মিছিল, পুলিশের বাধা : এদিকে এমপিওভুক্তির দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে শূন্য থালা হাতে মিছিল বের করেন নন-এমপিও শিক্ষকরা। পরে পুলিশ শিক্ষকদের এ কর্মসূচিতে বাধা দেয়।